দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 17 APR ২০০৭
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

সেনাবাহিনীতে মাদ্রাসা ছাত্রদের নিয়োগ ৫ বছরে ৭ গুণ বেড়েছে

॥ ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥

বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ল এন্ড পার্লামেন্টারি এ্যাফেয়ার্স (বিলিয়া) আয়োজিত এক কর্মশালায় বলা হয়েছে যে, ২০০৬ সালে সেনাবাহিনীতে নতুন নিয়োগপ্রাপ্তদের ৩৫ শতাংশ এসেছে মাদ্রাসা থেকে। তিনি জানান, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে নিয়োগপ্রাপ্তদের মধ্যে মাদ্রাসা ছাত্রদের হার ৫ বছরে সাতগুণ বেড়েছে। কর্মশালায় বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। একই কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এডভোকেট সাহারা খাতুন বলেন, যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য সরকার তদন্তকারী সংস্থা গঠন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আগামী রবিবার-সোমবারের মধ্যে তদন্তকারী সংস্থার সদস্য নিয়োগ দেয়া হবে। এর সদস্য সংখ্যা ৫ জনের বেশি হবে না।

বিলিয়া কর্মশালা

'সন্ত্রাসবাদের বর্তমান প্রবণতা ও বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা' শীর্ষক এ কর্মশালায় সাবেক কূটনীতিক ওয়ালিউর রহমান মাদ্রাসা থেকে যোগ দেয়া সেনা সদস্যদের অনেকের সঙ্গে জঙ্গি সম্পৃক্ততা রয়েছে বলেও আশংকা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে, ২০০১ সালের নির্বাচনের আগ পর্যন্ত সেনাবাহিনীতে মাদ্রাসা থেকে এসেছিল শুধু ৫ শতাংশ সদস্য। কিন্তু ২০০৬ সালে এসে দেখা গেছে সেনাবাহিনীতে নতুন নিয়োগপ্রাপ্তদের মধ্যে মাদ্রাসা থেকে যোগ দিয়েছে প্রায় ৩৫ শতাংশ।

গতকাল বৃহস্পতিবার ধানমন্ডিতে বিলিয়া মিলনায়তনে এ কর্মশালায় দ্বিতীয় পর্বে প্রধান অতিথি ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুন। কর্মশালার শেষ পর্যায়ে এসে তিনি তার বক্তব্যে বলেন, অতীতে বিএনপি সরকার জঙ্গিগোষ্ঠীকে উৎসাহ দিয়েছে। ফলে জেএমবি ও হরকাতুল জিহাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। পরে গণমাধ্যম ও (২য় পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

সেনাবাহিনীতে মাদ্রাসা

(প্রথম পৃঃ পর)

নাগরিক সমাজের চাপে পড়ে বিএনপি সরকার জঙ্গিদের বিরুদ্ধে কিছু ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হয়েছিল। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, জঙ্গিবাদ এখন জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি সৃষ্টি করেছে। বর্তমান সরকার সব ধরনের জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ ও চাঁদাবাজদের দমনে বদ্ধপরিকর। তিনি বলেন, জঙ্গিবাদের কোন ধর্ম, কোন সীমানা নেই। তাই এদের দমনে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রয়োজন রয়েছে।

ওয়ালিউর রহমান বলেন, আমাদের মনে রাখতে হবে, এসব অনেকেই কওমি মাদ্রাসা থেকে এসেছে। কওমি মাদ্রাসায় আধুনিক শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই। এখন হয়ত এরা সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে একটা ভিন্ন পরিবেশে দেশ সেবার চাকরি করছে। তিনি বলেন, আমি খুব একটা অবাক হবো না, যদি এদের বড় অংশ জঙ্গিবাদের সঙ্গে যুক্ত থাকে। তিনি জানান, বিলিয়া ও বাংলাদেশ হেরিটেজ ফাউন্ডেশন যে গবেষণা করেছে তাতে এ চিত্র ফুটে উঠেছে।

সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে হলে তো শিক্ষা সনদ লাগে, কওমি মাদ্রাসার তো সনদ নেই, তাহলে তারা কিভাবে সেনাবাহিনীতে যোগ দিচ্ছে- সাংবাদিকদের এ প্রশ্নের জবাবে ওয়ালিউর রহমান বলেন, আপনাদের পয়েন্টটাও ঠিক। কিন্তু আমাদের প্রাথমিক গবেষণায় এটা পাওয়া গেছে যে, কওমি মাদ্রাসা থেকেই তারা সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছে।

এ কর্মশালায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিচারপতি গোলাম রব্বানী, ইশফাক ইলাহী চৌধুরী, এ এস এম [illegible], [illegible], শাহরিয়ার কবির, [illegible], মেজর আতিকুর রহমান, শাহরুখ রহমান প্রমুখ।